JAN

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

খুলনা প্রতিনিধি

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ট্রেজারার, শিক্ষকসহ কয়েকজন কর্মকর্তা গতকাল রোববার লাঞ্ছিত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের আবাসিক সঙ্কট নিয়ে ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করে আসছিল। গতকাল ছাত্ররা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার চত্বরে সমবেত হতে থাকে। সকাল ১০টায় তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক সাইফুদ্দিন শাহ এবং অন্য কর্মকর্তারা কয়েক দফা আলোচনা করে তাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হন। দুপুর সাড়ে ১২টায় উপাচার্য প্রফেসর ড. এসএম নজরুল ইসলাম, ট্রেজারার আবদুর রাজ্জাক সরদার, ছাত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবদুল মতিন, রেজিস্ট্রার আবদুল্লাহেল বাকিসহ সব ডিসিপ্লিন প্রধান, শিক্ষক ও কয়েকজন কর্মকর্তা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রশাসনিক ভবনের বাইরে আসেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ও উপাচার্যের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ছাত্রছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং উপাচার্যসহ উপস্থিত শিক্ষক কর্মকর্তারা ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তা উপাচার্যকে আড়াল করে রাখলেও বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের মারমুখী ভূমিকার কারণে তারা ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে ট্রেজারার দৌড়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার চেষ্টা করলে ছাত্ররা তাকে ধাওয়া দেয়। উপাচার্য এ সময় অবরুদ্ধ ছিলেন। উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনিক ভবন ভাংচুর করে। খুলনা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৮

খুলনা : বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুপুর পৌনে ১টায় ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ-শিক্ষকরা ছাত্রদের শান্ত করেন। বেলা সোয়া ১টায় উপাচার্য ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে সক্ষম হন। ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক সাইফুদ্দিন শাহ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক ড. খায়রুল আযমসহ কয়েকজন শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক আলোচনা করেন। বিকেল ৫টার মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে ওই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়। পরে শিক্ষক কর্মকর্তারা এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় বাইরে ছাত্ররা অপেক্ষা করতে থাকে। বিকেল সোয়া ৩টায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং বিকেল ৫টার মধ্যে হল ত্যাগের জন্য নির্দেশ দেয়। পুলিশ ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে ছাত্রছাত্রীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আবদুর রাজ্জাক সরদার 'যুগান্তর'কে জানান, ছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট নিয়ে সকালে ছাত্রছাত্রীরা শ্লোগান দিতে থাকে। তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ছাত্রবিষয়ক পরিচালককে পাঠালে তারা ভিসি ছাড়া আলোচনা করবে না বলে জানায়। এরপর ভিসিসহ ৩ সিনিয়র শিক্ষক, কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেলে তারা আমাদের ঘিরে ফেলে। এক পর্যায়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

ছাত্রছাত্রীরা জানায়, তাদের আন্দোলনে বাধা দেয়ার জন্য সকাল সাড়ে ৯টায় ছাত্রী হলে কর্তৃপক্ষ তালা মেরে দেয়।